প্রচলিত বিভিন্ন খতম তাৎপর্য ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ খতমে দুরুদে মাহি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

খতমে দুরুদে মাহি

‘মাহি’ ফারসি শব্দ। যার অর্থ মাছ। বানানো একটি দুরূদকে ‘দুরুদে মাহি’ হিসেবে নামকরণের কারণ হিসেবে যে কাল্পনিক কাহিনীটি বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

“হযরত রসূল (ﷺ) এর সময় একজন কামেল ব্যক্তি নদীর তীরে বসিয়া সর্বদা এই দুরূদ শরীফ পড়িতেন। ঐ নদীর একটি রুগ্ন মৎস্য ইহা সর্বদা শুনিতে শুনিতে শিখিয়া ফেলিল ও পড়িতে লাগিল। ক্রমে মৎস্যটির রোগ আরোগ্য হইতে লাগিল ও তাহার শরীরের রং বদলাইয়া সোনার বর্ণ ধারণ করিল। দৈবাৎ একদিন এক ইহুদী জেলের জালে মৎস্যটি ধরা পড়িল। ইহুদীর স্ত্রী অনেক চেষ্টা করিয়া মৎস্যটি কাটিতে পারিল না। অবশেষে উহাকে ফুটন্ত তৈলের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মৎস্যটি নির্বিঘ্নে তৈলের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই দরূদ শরীফ পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ইহুদী অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া পড়িল ও মৎস্যটিকে লইয়া হযরত রসূল (ﷺ) এর নিকট উপস্থিত হইল। হযরত (ﷺ) এর দোয়ায় মৎস্যটি বাকশক্তি লাভ করিল ও সমস্ত বিষয় হযরত (ﷺ) এর নিকট বর্ণনা করিল। ইহা শুনামাত্র সেখানে উপস্থিত ৭০ জন ইহুদী তৎক্ষনাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন ও রসূল (ﷺ) এর নবুয়তের উপর ঈমান আনিলেন। তৎপর মৎস্যটিকে নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উপরোক্ত কারণে এই দরূদ শরীফ ‘দরূদে মাহি’ তথা মাছের দরূদ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহা পড়িলে অতি মধুর শুনা যায়।”[1]

দুরূদটি নিম্নরুপ:

" اللهم صل على محمد خير الخلائق، أفضل البشر، شفيع الامة يوم الحشر والنشر سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك، وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ".

এই খতমের নিয়মে বলা হয়: ২১ দিনে বা ৪২ দিনে সোয়া লক্ষবার বর্ণিত দুরূদটি পড়া। এই নিয়মে এই খতম পড়লে নাকি হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। অযু সহকারে নদীর তীরে বসে পড়লে আরও বেশি দ্রুত ফল পাওয়া যায় বলে বর্ণনা করা হয়েছ।[2]

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষযণীয়।

বর্ণিত দুরূদটি মাছুর তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। বরং এটি কারো বানানো একটি দো‘আ। তাই একে ওযিফা হিসেবে আমলে আনা যাবে না। তবে এতে কোনো আপত্তিকর শব্দ নেই। তাই কেউ ইচ্ছা করলে দো‘আর উদ্দেশ্যেই তা পড়তে পারে।

এর যে পদ্ধতি ও ফযিলত বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মনগড়া বানানো বক্তব্য। তাই মুমিন এ সবের পিছে পড়েন না এবং তা বিশ্বাস করেন না। দুরুদে মাহি নামকরণের কারণে যে কাহিনীটি উল্লেখ করা হয়েছে তা জালিয়াতদের

বানানো সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও মনগড়া, এ কাহিনীর কোনো সত্যতা নেই।

>

ফুটনোট

[1] নেয়ামুল কুরআন, পৃষ্ঠা:৪৩-৪৪।

[2] প্রাগুক্ত।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11089

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন